এ যুগের সবচে ’

কঠিন ইবাদাত

জিহাদ

শায়েখ খালেদ আল-হুসাইনান রহ .

আল্লাহ তা ’আলা ইরশাদ করেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ
وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

“আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব , যেন আমি ফুটিয়ে তুলতে পারি তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ আর কারা ধৈর্যশীল এবং তোমাদের অবস্থাদিও যাচাই করতে পারি । ' - মুহাম্মদ : ৩১

শায়খ সা 'দী রহ . ' **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ** এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ , আমি তোমাদের ঈমান ও সবর পরীক্ষা করব।' **حَتَّىٰ نَعْلَمَ**” সুতরাং যে ব্যাক্তি আল্লাহর নির্দেশ পালন করবে এবং আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করবে তাঁর দীনের সাহায্যার্থে , তাঁর কালিমাকে বুলন্দ করার লক্ষে সে -ই প্রকৃত মুমিন। আর যে ব্যাক্তি এ ক্ষেত্রে গড়িমসি করবে , নিষ্ক্রিয় থাকবে এটা তার ঈমানের দুর্বলতার কারণেই হবে।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান যার আছে তিনিও খুব স্পষ্ট করেই বলতে পারবেন -বর্তমানে সবচে কঠিন ও বিপজ্জনক ইবাদত হল জিহাদ। কারণ , ইসলামের শত্রুরা এ উম্মাহর উপর আজ হায়েনার মত

[1]

ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঘৃন্য সব পন্থায় ষড়যন্ত্র করে চলেছে। নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র নিয়ে তারা উম্মাহর সামনে আত্মপ্রকাশ করছে। উদ্দেশ্য- মুসলমানদের আপন ধর্মবিশ্বাসের বন্ধন থেকে মুক্ত করা। লা- হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লাহ। তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহই আমাদের সহায়তাকারী; অবশ্যই তিনি উত্তম সহায়তাকারী।

আর তাই বর্তমানে একজন মুসলিমের জীবনের সবচে' কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণ করতে চায় তা হবে- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার মত গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ইবাদতের সিদ্ধান্ত নেয়া।

যখন কেউ জিহাদে বের হওয়ার চিন্তা করে, জীন ও মানব শয়তানরা জোটবদ্ধ হয়ে তাকে ফুসলাতে থাকে, তার সামনে নানা অজুহাত, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকে- যেন সে এ মহৎ সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটে।

সুতরাং এটিকে একটি মৌলনীতি হিসেবে ধরে নিতে পারেন যে, যখন কোন একটি ইবাদত পালনে শয়তানী কুমন্ত্রণা নানা উপায়ে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করবে; বুঝে নিবেন- নিশ্চয় এ ইবাদতটি আল্লাহর নিকট মহামূল্যবান। আর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছি, শয়তানী কুমন্ত্রণা সবচে' বেশি স্বক্রিয় হয়

[2]

জিহাদের পথে অগ্রসরমাণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই। শয়তান তার সামনে নানা রকমের সংশয়-সন্দেহ ও গুরুতৃহীন বিষয়ের অবতারণা করে জটিলভাবে, যা সে ইতিপূর্বে কল্পনাও করেনি। অবশেষে তাকে সেপথ থেকে বিচ্যুত করেই সে ক্ষান্ত হয়।

এ ক্ষেত্রে যদি সে ব্যক্তি নিজেকে প্রশ্ন করতো- যখন নামাজ, রোজা, কুরআন তেলাওয়াতের ইচ্ছা করি তখনও কি এমন সংশয়-সন্দেহ জাগে?
- না, জাগে না।

আরো অশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, যে সকল আলেম আপনাকে জিহাদে বের হতে বারণ করে তাদের কাছে যদি জাগতিক বিদ্যা কিংবা ব্যবসা বানিজ্য করার অনুমতি চান, তাহলে কিন্তু তীরা সানন্দেই সম্মতি জ্ঞাপন করবে। সুবহানাল্লাহ!

মনে গেঁথে রাখুন যে, ইহুদী খ্রিষ্টান ও তাদের মিত্ররা সবচে’ সন্ত্রস্ত হয়, উম্মাহর জিহাদের কথা শুনলে। আপনি জিহাদ ব্যতীত অন্য ইবাদত যত বেশি, যত খুশি পালন করুন-দিনে রোজা রাখুন, রাত জেগে নামাজ পড়ুন, কুরআন পাঠ করুন, আরো কিছু করুন তারা এতে মাথা 'ঘামাবে না; কিন্তু যেইনা আপনি জিহাদের কথা বলবেন, উম্মাহকে এর প্রতি আহ্বান করবেন তারা আপনার উপর দারুণভাবে চটে যাবে। আল্লাহর শক্ররা সব এক হয়ে আপনার বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা ছড়াবে, সভা-সেমিনার করবে। হুমকি-ধমকি ছাড়বে,

[3]

শক্তির ভয় দেখাবে। কেন? আপনাকে নিস্তব্ধ করার জন্য। এ সত্য ও বাস্তবতা কোন বুদ্ধিমান অস্বীকার করতে পারবে না। আপনি দীনের খেদমত করতে চান? করুন! দুই হাতে লিখুন ইসলামের কথা। মনভরে বলুন। সভা- সেমিনার, মিছিল-মিটিং সব রাস্তা আপনার জন্য উনুক্ত। দীন প্রচারের জন্য যত খুশি সম্পদ জমা করুন। তারা কিছুমাত্র মাথা ঘামাবে না। তবে সাবধান! জিহাদের কথা যেন ঘুনাক্ষরেও আপনার মুখ ফস্কে না বেরোয়! এর পক্ষে বলা, চাঁদা তোলা, এর অর্থ কী জানেন? প্রাণনাশ, নির্বাসন, দুর্নাম আর মধ্যযুগীয় নির্যাতন-নিপীড়ন। সুতরাং এ পথে যাবেন তো মরবেন!!

অথচ দেখুন, আলেমগণ এ সম্পর্কে কী বলে গেছেন- 'যে ইবাদত পরিত্যাক্ত করে রাখা হয় তা পালনে যে সচেষ্ট হয় আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা অনেক বেশি।'

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, কুরআন ও হাদীসের সিংহভাগ আলোচনা নামাজ ও জিহাদ সম্পর্কেই বিবৃত হয়েছে। যা প্রমাণ করে যে/ জিহাদের গুরুত্ব ও মহত অনেক বেশি। এ জন্যই বলি, 'বর্তমানে জিহাদের চেয়ে কঠিন ইবাদত আরেকটি নেই।'

আর তাই অনেককে দেখবেন, অগাধ এলেম অর্জন করেছে, ইবাদতেও পিছিয়ে নেই কিন্তুঃ জিহাদের বেলায় আর তার উদ্যমতা লক্ষ করা যায় না; বরং সে ক্ষেত্রে শুধু বাহানা আর

[4]

[illegible]

যাত্রা তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। হে আল্লাহ! আপনার মহান অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে আপনার কাছে আমাদের আরজ- আপনি আমাদের জীবন-সমাপ্তি শাহাদাতের মাধ্যমে করুন। জান্নাতের সুউঁচু মহলে আমাদের নিবাস দিন। আপনি তো করুণার আঁধার, পরম দয়ালু, অনুপম দাতা! আমীন!

***

[6]